Rajshahi University journal of arts & law Vol. 49 (2021) pp. 73-92
ISSN 2309-0898

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে 'অবশিষ্টাংশভোগী' প্রসঙ্গ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ[*]

Abstract

Islamic inheritance law or 'Ilmul Faraiz' is the knowledge of the management of the resources and the rights left behind by a person after his/her death. Islam has given clear and precise provisions on the use of such resources. The heirs assigned by Allah Ta'ala in the Holy Qur'an are called 'Ashabul Furuz'. There are some people who get the residual wealth in the presence of the 'Ashabul Furuz'. They get full wealth in the absence of the 'Ashabul Furuz'. They are called 'Mawla' in the Qur'an and 'Asaba' in the language of the Faraizists. Since the word 'Asaba' is a less powerful word, it does not include non-spiritual masters at all. Although the term spread through some hadiths of the early Messengers of Islam, the underlying ideas of this word represent the discrimination between men and women, which is against the spirit of the law of inheritance. The review methodology has mainly been followed in this article. It is found that words like 'Asaba' and 'Asaabiyyat' are pre-Islamic terminologies. Islam has changed those definitions and replaced ethnic prejudice with the idea of Islamic brotherhood. It is also proved that a sister is an independent 'Mawla'. She does not need to be a 'mawla' depending on others. The act of depriving women of the property of the deceased by exploiting the 'Asaba' theory is something that goes against the Islamic inheritance law.

Keywords: Asaba; Mawla-Mawali; Rights; Inheritance; The law of inheritance.

১. ভূমিকা

মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, রাসূল সা. প্রদর্শিত ও নির্দেশিত একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং মানবিকতায় সমৃদ্ধ আইন হলো ইসলামী উত্তরাধিকার আইন। এ আইনে আরবের প্রাক ইসলামি যুগের প্রচলিত চেতনার মোড়ক ভেঙ্গে মৃতের সন্তান হিসেবে পুত্র-কন্যার মাঝে সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে তার বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে আলকুরআনে কিছু উত্তরাধিকারীর হিস্‌সা[১] নির্ধারিত; আবার কিছু উত্তরাধিকারীর হিস্‌সা নির্ধারিত নয়। নির্ধারিত হিস্‌সাদার উত্তরাধিকারীদের (যাবিল ফুরুজদের) অনুপস্থিতিতে যাদের হিস্‌সা নির্ধারিত নয় অবশিষ্টভোগী তারা মৃতের পুরো সম্পদ লাভ করেন। কুরআনিক অংশীদারদের উপস্থিতিতে তাদের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্টভোগীরা অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করেন। আলকুরআনে যাদের হিস্‌সা নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট করে বর্ণিত নেই এ শ্রেণীর নামকরণ করা হয়েছে '*মাওলা*' হিসেবে।[২] কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলের বর্ণিত কিছু হাদীসের ভিত্তিতে ফারায়েজবিদগণ '*মাওলা*' শব্দের পরিবর্তে নাম দিয়েছেন '*আসাবা*'। এ শ্রেণিভুক্ত হিস্‌সাদাররা অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ প্রদত্ত '*মাওলা*' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ; যা দিয়ে সকল অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী হিস্‌সাদারকে বোঝানো হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে কন্যা সন্তানসহ নারীদেরকেও এ অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী হিস্‌সাদার উত্তরাধিকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ আলকুরআনে বর্ণিত '*মাওলা*' শব্দটির মধ্যে কন্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে '*আসাবা*' শব্দটি অপেক্ষাকৃত

---

[*] সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত: আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।
ই-মেইল: hadayet18ibs@gmail.com

একটু কম শক্তিশালী শব্দ; যা আত্মীয় নারীদেরকে ছাড়া অন্য মাওলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করলেও অনাত্মীয় মাওলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এ কারণে ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা ও মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসকে বোঝাতে *‘মাওলা’* শব্দ ব্যবহৃত হয়। আসাবা পরিভাষার যাঁরা প্রবক্তা বা অনুসারী তাঁরা ক্রীতদাসের মুক্তিদাতাকে বোঝাতে *‘মাওলাল আতাকা’* এবং মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ বন্ধুকে বোঝাতে *‘মাওলাল মাওয়ালাত’* শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। বিখ্যাত ফতোয়ার[৩] কিতাব ‘দুররুল মুখতার’ গ্রন্থের লেখক ‘মাওলার’ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, *‘মাওলা’* শব্দ দ্বারা ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা ও আসাবা উভয়কে বোঝায়।’ বস্তুত: আসাবা শব্দের অর্থ, সংজ্ঞা এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারার সাথে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চেতনা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগীদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ‘মাওলা’ শব্দটি যুক্তিযুক্ত। নীচে ‘আসাবা’ শব্দের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা ও এর প্রায়োগিক ত্রুটিসহ ‘মাওলা’ ও ‘মাওয়ালী’র ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রবন্ধটির মাধ্যমেআশা করা যায় যে, এর মাধ্যমে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের নামে মুসলিম দেশসমূহে প্রচলিত মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী হিসেবে কন্যা ও অপর নারীদের ব্যাপারে বিদ্যমান আসাবা বিধানের কারণে মৃতের সম্পদ থেকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবার ব্যাপারে সকলে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবে। আসাবা ও মাওয়ালী শব্দের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ভুলগুলো ফুটে উঠবে এবং সঠিকভাবে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চর্চার সুযোগ তৈরীর সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটিতে প্রধানত পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তরে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। উৎসগত শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধটিতে যে সকল তথ্য-উপাত্ত প্রদত্ত হয়েছে তা মুলতঃ দুই ধরনের, যথা: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত হিসেবে মহাগ্রন্থ আলকুরআন ও সহীহ হাদীসগ্রন্থসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক উপকরণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্ম, জার্নাল, পুস্তক আকারে প্রকাশিত মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, সাময়িকী, সুভেনিয়র প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. আসাবা শব্দের বিশ্লেষণ

‘আসাবা’ বা *‘আলআসবাতু’* (العصبة) শব্দটি আরবি। যার ধাতু হলো *‘ওসবু’ (عصب)* *‘আইন-সোয়াদ-বা’* বর্ণের সংযুক্ত রূপ। এ থেকে আসে *‘আলআসবাতু’* (العصبة) যার অর্থ হলো, দল, অধিক সংখ্যক, শক্তিশালী কয়েকজন প্রভৃতি। আলকুরআনে আসাবা শব্দটি নেই; কিন্তু শুধু তিন স্থানে এ *‘উসবাতু’* عصبة শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৪] এর কোন স্থানে শব্দটিকে উত্তরাধিকারী অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। এখানে *‘উসবাতুন’* (العصب) দ্বারা ‘শক্তিশালী কয়েকজন লোক’ বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে *‘আলআসবু’* (العصب) শব্দের অর্থ হলো, শক্তি সঞ্চয় করার জন্য অন্যের সাহায্য নেয়া। এজন্য লতা জাতীয় উদ্ভিদ যেগুলো অন্য উদ্ভিদের শরীর বেয়ে বেড়ে ওঠে সেগুলোকে *‘আলআসবু’ (العصب)* বলা হয়। *‘আলআসবু’* (العصب) শব্দটির অর্থ হলো, (اطناب منتشرة فى الجسم كله وبها تكون الحركة والحس) ‘শিরা যা সারা শরীরব্যাপী বিস্তৃত থাকে এবং যেগুলোর সাহায্যে নড়াচড়া করার ও অনুভব করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।[৫] *‘আলআসবু’* العصب শব্দটি বহুবচন; এর একবচন হল *‘আসাবা’ (العصبة)*।

৪.১ ফারাইজবিদগণের দৃষ্টিতে আসাবার সংজ্ঞা

ফারাইজবিদগণ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী লোকদেরকে ‘আসাবা’ নাম দিয়েছেন।

শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল মুকাদ্দাসী বলেন, ‘আসাবা সেই পুরুষদেরকে বলা হয় যারা মৃতের সাথে সরাসরি অথবা অন্য কোনো পুরুষ লোকের মাধ্যমে সম্পর্কিত।’[৬] শায়খ ইব্রাহীম বিন আলী বিন ইউসুফ আশ্‌শীরাযী বলেন, ‘আসাবা সেই পুরুষলোকদের বলা হয়, যাদের ও মৃতের মধ্যে কোনো নারীর অস্তিত্ব নেই।’[৭] শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন কুদামাহ বলেন, ‘আসাবা হলো এমন উত্তরাধিকারী যার নির্ধারিত কোনো হিস্‌সা নেই। তার সাথে ‘যাবিল ফুরুজ’ হিস্‌সাদার থাকলে তারা হিস্‌সা নেওয়ার পরে অবশিষ্ট অংশ তিনি লাভ করে থাকেন। সম্পদের পরিমাণ অল্প হোক অথবা বেশী হোক এবং তিনি একা হলে সমস্ত সম্পদের মালিক হন। আর ‘যাবিল ফুরুজ’ সমস্ত সম্পদ নিয়ে গেলে তিনি বঞ্চিত থাকেন।’[৮] শায়খ মুহাম্মদ বিন আহমাদ মাইয়্যারা বলেন, ‘আর আসাবা উত্তরাধিকারী যদি একা হয়, তবে সম্পূর্ণ সম্পদ নিয়ে নেয়; আর যদি নির্ধারিত হিস্‌সাদার অপর কোনো উত্তরাধিকারীর সাথে অংশিদার হয়, তবে তাদেরকে দেওয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা সে গ্রহণ করে।’[৯]

এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ফারায়েজবিদগণ ইসলামের প্রথম যুগের পুরুষতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ ‘*আসাবা*’ বলতে সে সকল অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বুঝিয়েছেন যারা মূলত পুরুষ। অথবা পুরুষের সমপর্যায়ের নারী যারা পুরুষের মতো অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে মৃতের সম্পদের অংশিদার হবে।

প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীয় পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় কেবলমাত্র পুরুষ জ্ঞাতিগণকে আসাবা বানিয়ে আসাবা মতবাদ সৃষ্টি ও কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন বা অন্য আসাবাগণকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করার কোনো প্রামাণিক ভিত্তি শরীয়াতে[১০] নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে কিছু আলেমের কল্পনাপ্রসূত ও ইসলামের প্রথম যুগের কিছু হাদীসভিত্তিক মতবাদ। রাসূল মুহাম্মদ সা. এর সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবিত রা. এর মতে, এটি একটি জাহেলী মতবাদ; আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আলকুরআন ও রাসূল সা. প্রদর্শিত হাদীসভিত্তিক বিধান নয়; যেমন যায়েদ বিন সাবিত রা. এর হাদীস হলো, এ ধরনের রায় জাহেলী যামানার লোকদের রায়ের অন্তর্ভুক্ত; তারা পুরুষদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করতো, নারীদেরকে নয়।’[১১]

সুতরাং বোঝা গেলো যে, ইসলাম বিরোধী জাহেলী চেতনায় ও ভাবধারায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ‘অবশিষ্টাংশভোগীদের’ বা ‘আসাবা’ শব্দটি আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ‘*মাওলা বা মাওয়ালী*’ শব্দের স্থান দখল করেছে; অথচ সাহাবীগণ এ ‘আসাবা’ শব্দটির বিষয়ে একমত ছিলেন না। ‘*মাওলা বা মাওয়ালী*’ শব্দের ব্যাখা ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করবে যা নিন্মরূপ

৪.২ মাওলা ও মাওয়ালী শব্দের ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা

‘*মাওয়ালী*’ শব্দটি ‘*মাওলা*’ শব্দের বহুবচন। *মাওলা* শব্দের অর্থ হলো- সন্তান, পুত্র, চাচা, চাচাত ভাই, ভাগিনা, জামাই, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, আত্মীয়, স্বত্ত্বাধিকারী, নেতা, সাহায্যকারী, ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা, মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধলোক, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রভৃতি। আলকুরআনে *মাওলা* শব্দটি নয় বার এবং *মাওয়ালী* শব্দটি দুবার এসেছে।[১২] আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা হলেন ইমানদার লোকদের ‘মাওলা’ বা সাহায্যকারী; আর কাফের লোকদের জন্য কোনো ‘মাওলা’ বা সাহায্যকারী নেই।’[১৩] তিনি আরো বলেন, ‘আর তোমরা আল্লাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। তিনি হলেন তোমাদের মাওলা বা মালিক। কতোইনা চমৎকার মালিক এবং কতোইনা চমৎকার সাহায্যকারী।’[১৪] ‘মাওয়ালী’ শব্দের ব্যবহার আলকুরআনে এভাবেও এসেছে, ‘আর আমার মৃত্যুর পরে আমার মাওয়ালীদের

ব্যাপারে আমি শংকিত এবং আমার স্ত্রী হলো বন্ধ্যা। সুতরাং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একজন সন্তান দান করো; যে আমার ও ইয়াকুব বংশের উত্তরাধিকারী হবে।'[১৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> 'পুরুষদের জন্য হিস্সা রয়েছে যা তারা অর্জন করে এবং নারীদের জন্য হিস্সা রয়েছে যা তারা অর্জন করে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তার করুণা ভিক্ষা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয়ে সকল জ্ঞান রাখেন; এবং প্রত্যেককে আমরা 'মাওয়ালী' বানিয়েছি। পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু রেখে যান তাতে।'[১৬]

উপর্যুক্ত আয়াত দুটিতে 'মাওয়ালী' শব্দকে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, 'মাওয়ালী' উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পদ এবং নারী ও পুরুষ উভয়ে অবশিষ্টাংশভোগী বলে পরিগণিত। ইমাম বাগাভী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহর বক্তব্য 'প্রত্যেককে আমরা মাওলা বানিয়েছি' অর্থাৎ পুরুষ-নারী প্রত্যেককে আমরা মাওলা অর্থাৎ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা আসাবা বানিয়েছি। পিতা-মাতা ও আত্মীয়গণ যা কিছু ছেড়ে যাবেন, তা থেকে তাদেরকে দেওয়া হবে।'[১৭] ইবনে জারির তাবারী বলেন, 'বাক্যটির ব্যাখ্যা হলো এই যে, হে লোকেরা, তোমাদের প্রত্যেককে আমরা অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা আসাবা বানিয়েছি। তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু ছেড়ে যাবেন, তা থেকে তারা উত্তরাধিকারী হবে।'[১৮] ফখরুদ্দিন রাযী তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে কাবীরে একটি হাদীসের উল্লেখ করে 'মাওয়ালীর' অর্থ 'আসাবা' বলে গ্রহণ করেছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে–

> 'রাসূল সা. বলেছেন, মুমিনদের নিজেদের চেয়ে আমি বেশী হকদার। সুতরাং কেউ সম্পদ রেখে মারা গেলে সে সম্পদ তার মাওয়ালী অর্থাৎ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা আসাবাদের জন্য। আর যে দেনা অথবা অভাবী সংসার রেখে মারা যাবে, তার অভিভাবক আমি। সে জন্য এ ব্যাপারে আমাকে যেন ডাকা হয়।'[১৯]

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যে 'মাওলা বা মাওয়ালী' শব্দ চয়ন করে অবশিষ্টাংশভোগীদের উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করেছেন তা ব্যবহার করলে আসাবা মতবাদের ভুলত্রুটির সম্মুখীন হতে হয় না। নিম্নে মাওলা- মাওয়ালীর সম্পত্তি প্রাপ্তির ছক উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল ১.১: মাওলা-মাওয়ালীর উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশ

মাওলা-মাওয়ালীর সম্পদ প্রাপ্তির ছক			
ক্রমি.	**ক্যাটাগরী**	**নাম**	**অংশ**
১	সবল মাওলা	মৃতের পুত্র, নাতি, অথবা আরো অধ্বঃস্তন পুরুষ বংশধর	সম্পূর্ণ অথবা অবশিষ্ট অংশ।
২	উর্দ্ধতন মাওলা	মৃতের বাবা, দাদা অথবা উর্দ্ধতন পুরুষ বংশধর	সম্পূর্ণ অথবা অবশিষ্ট অংশ। তবে ন্যূনতম এক ষষ্টাংশ।
৩	কালালী মাওলা	মৃতের পূর্বপুরুষদের সন্তানগণ	সম্পূর্ণ অথবা অবশিষ্ট অংশ।
৪	দূর্বল মাওলা	১. কন্যা, নাতিন, সন্তানের নাতিন	কন্যার মতই সম্পূর্ণ অথবা অবশিষ্ট অংশ।
		২. একজন বোন বা একজন ভাগিনী (মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান ও পিতৃহীন অবস্থায়)	সম্পূর্ণ অথবা অবশিষ্ট অংশের অর্ধেক। কিন্তু বাকী সম্পদের দাবীদার না থাকলে 'রদ্দ' হিসাবে বাকীটুকুও লাভ করবে।
৫	অনাত্মীয় মাওলা	১. মাওলাল আতাকা, ক. মুক্তিদাতা মাওলা খ. মুক্তিপ্রাপ্ত মাওলা ২. মাওলাল মাওয়ালাত ৩. আলমাওয়ালী মিন আহলির কুরা ৪. আল মাওয়ালী বিদ দীন ৫. আল মাওয়ালী বিদ দার	সম্পূর্ণ সম্পদ।

কিছু ফারায়েজবিদ আসাবা বা অবশিষ্টাংশভোগী ‘মাওলা বা মাওয়ালী’ না বলে ‘আসাবা বলে নির্ধারন করেছেন এবং আসাবাকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছেন যা নিম্নরূপ।

৫. আসাবার শ্রেণিবিন্যাস

কিছু ফারায়েজবিদ অবশিষ্টভোগী বোঝাতে ‘মাওলা বা মাওয়ালী’ শব্দের পরিবর্তে ‘আসাবা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, আসাবা তিন প্রকার, যা নিম্নরূপ।

৫.১ আসাবা বি নাফসিহী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ আসাবা

সিরাজ উদ্দীন তাঁর সিরাজী গ্রন্থে আসাবার সংজ্ঞায় বলেন– اما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل فى نسبته الى الميت انثي، অর্থাৎ ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ আসাবা হলো, এমন পুরুষ উত্তরাধিকারী যার মৃতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পথে কোনো নারী ঢুকে পড়েনি।’[২০] এ সংজ্ঞায় ছেলে, ছেলের তরফের নাতি বা অধঃস্থন পুরুষ সন্তান, পিতা, দাদা বা আরো উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ, চাচা, চাচার পুরুষ সন্তান, দাদার ভাই বা তাদের পুরুষ সন্তান অন্তর্ভুক্ত। এ মতের অনুসারীরা রাসূল সা. এর দুটি হাদীস প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

ক.

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر
অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, সম্পদ হকদারদেরকে দিয়ে দাও। পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা সর্বাধিক হকদার পুরুষলোক পাবে।’[২১]

খ.

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما فضل فلذى عصبة ذكر،
অর্থাৎ তোমরা সম্পদ নির্ধারিত হিস্সা অনুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ কর। যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পাবে পুরুষ আসাবাগণ।’[২২]

এখানে বর্ণিত প্রথম হাদীসটি ‘মুজমাল’। রাসূল সা. ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া মুজমাল কিছু বলেননি। কারণ আলকুরআনের নির্দেশনা হলো, ‘তিনি হুকুমের পরে আয়াতের ব্যাখ্যা বলে দেন, যাতে করে তোমাদের প্রভুর সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা শক্ত বিশ্বাস হাসিল করতে পারো।’[২৩] হাদীসটিতে বলা হয়েছে, لاولى رجل ذكر، (লি আওলা রাজুলিন যাকারিন) অর্থাৎ ‘সর্বাধিক হকদার পুরুষ’ পাবে যাবিল ফুরুজের পরবর্তী অবশিষ্ট অংশ। পুত্র হলো সর্বাধিক হকদার পুরুষ উত্তরাধিকারী। পিতা বা ভাইয়ের ক্ষেত্রে এ হাদীস প্রযোজ্য নয়, কারণ তারা সর্বাধিক হকদার নয়। পিতার হিস্সাতো আলকুরআন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছেই। তা হলো সন্তান থাকলে পিতা এক ষষ্টাংশ পায়; সন্তান না থাকলে পিতা অবশিষ্ট অংশ পায়। অবশিষ্টভোগীদের তালিকা অনুযায়ী সন্তান এবং পিতা না থাকলে অবশিষ্ট অংশ পায় ভাই। অথচ পুত্রের কোনো হিস্সা আলকুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি, বরং পুত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে ‘একজন পুত্র দুজন কন্যার সমান হিস্সা পাবে’। এ বিষয়ক হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত: হাদীসের মাধ্যমে আসাবার উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রবর্তিত হয়নি। অন্যদিকে উপরে বর্ণিত হাদীসটি ‘খবরে ওয়াহেদ’[২৪]; এবং ইমাম ত্বাহাভী রাহ. এ গুলোকে সনদের দিক থেকে ‘মুজতারাব’[২৫] হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরে (খ) আলোচনায় যেটিকে রাসূলের হাদীস হিসেবে দেখিয়ে ‘আসাবা’ মতবাদের উপস্থাপন করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে হাদীস নয়; বরং لاولى رجل ذكر (লি আউলা রাজুলিন যাকারিন) বা ‘সর্বাধিক হকদার পুরুষ লোক’ কথাটির বিকৃত রূপ। এখানে فلذى عصبة ذكر (ফালি যি আসাবাতি যাকারিন) বা ‘পুরুষ আসাবাগণ পাবে’ বলে নতুন বক্তব্য তৈরী করা হয়েছে। বস্তুত: কেননা আল বাহরুর রায়ীক কিতাবের ৮ম ভলিউমের ৩৬৭ টিকায় হাদীসটিকে ইমাম বুখারীর ‘কিতাবুল ফারাইযের’ ৫, ৭, ৯, ও ১৫

নম্বর অধ্যায়ের এবং দারিমীর ‘কিতাবুল ফারাইযের’ ২৮ নম্বর অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা হলেও হাদীসটি সেখানে পাওয়া যায়নি। সুতরাং বলা যায় যে, পুত্রের সম্পদ প্রাপ্তির ঘোষণা প্রথম হাদীসটিতে এসেছে আর দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম হাদীসের বিকৃত রূপ। আসাবা ধারণার মাধ্যমে মূলত পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে কন্যা বা নারীদের মৃতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জাহেলী রীতি চালু করা হয়েছে।

৫.২ আসাবা বি গাইরিহী বা অন্যের কারণে আসাবা

যে সব নারী অন্যের কারণে অবশিষ্টাংশের মালিক হয় তাদেরকে العصبة بغيره (আসাবা বি গাইরিহী) বলে। যাদের জন্য অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ হিস্‌সা মহান আল্লাহ কর্তৃক যাবিল ফুরুজ হিসেবে আলকুরআনে মৃতের সম্পদের মালিক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আসাবা মতবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এদের জন্য মৃতের সম্পদের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এরা নিজে আসাবা নয় কিন্তু তাদের সমস্তরের ভাই আসাবা হওয়ার কারণে তাদের সাথে আসাবার মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন কন্যা ও বোন। তারা তাদের সমস্তরের ভাইদের অনুপস্থিতিতে নিজেদের নির্ধারিত হিস্‌সা (একা হলে অর্ধেক বা একাধিকজন হলে দুই-তৃতীয়াংশ) লাভ করে। ভাইদের সাথে তারা বর্তমান থাকলে ভাইদের কল্যাণে আসাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পদের অংশিদার হন। সকল আসাবার সমস্তরের বোনেরা ভাইদের উপস্থিতিতে আসাবার মর্যাদা লাভ করতে পারেন না। অনেত নারী তাদের ভাইদের সাথে থাকলেও বঞ্চিত থাকেন। সিরাজী গ্রন্থে বলা হয়েছে, وسائر العصبات اخواتهم من اهل الميراث فانهن لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات فلا يرثن مع اخوتهن شيئا، ‘সব আসাবার সমস্তরের বোনেরা উত্তরাধিকারী নন। কেননা তারা যাবীল ফুরুজ নন এবং ভাইদের ছাড়া একাকী থাকলে তারা কোনো হিস্‌সা পান না। সে জন্য তারা তাদের ভাইদের সাথে থাকলেও কিছু পায়না।’[২৬] পুত্রের কন্যার জন্য আলকুরআনে কোনো নির্ধারিত হিস্‌সা নেই। কিয়াস দ্বারা তাকে ‘আসাবা বি গাইরিহী’ এর আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। শুধুমাত্র হযরত আব্দুল্লা বিন মাসউদ রা. এ মতের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি শুধু পুত্রের পুত্রকে আসাবা গণ্য করেন। পুত্রের কন্যাকে পুত্রের পুত্রের উপস্থিতিতেও ‘আসাবা বি গাইরিহী’ গণ্য করেন না। যেমন বর্ণিত হয়েছে–

> হযরত ইব্রাহীম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– কোনো লোক যদি দুইজন কন্যা ও পুত্রের তরফের কয়েকজন নাতি-নাতিন রেখে মারা যায়, তবে তার দুই মেয়ে পাবে দুই তৃতীয়াংশ, আর যা কিছু বাকী থাকবে, তা পাবে নাতিগণ; নাতিনেরা কিছুই পাবে না। আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কন্যা ও বোনদেরকে দুই তৃতীয়াংশের বেশী কিছুই দিতেন না। আর হযরত আলী রা. ও যায়েদ রা. নাতি- নাতিন উভয়কে পরস্পরের শরীক রাখতেন। সুতরাং যা কিছু বাকী থাকতো, তাতে তারা ‘এক পুরুষ দুই নারীর সমান হিস্‌সা পাবে’– এ নীতিমালা অনুসারে প্রদান করতেন।[২৭]

‘আসাবা বি গাইরহী’ বিষয়ক আলোচনায় বলা হয়েছে যে, সব আসাবার সমস্তরের বোনেরা উত্তরাধিকারী নন… … …’– এ বক্তব্যটি পুরোপুরিভাবে ইসলাম বিরোধী ও সরাসরি আলকুরআনের নির্দেশনার পরিপন্থি। কারণ এখানে নারীদের উত্তরাধিকার না করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটা মূলত জাহেলী সমাজের রীতি; তখন কন্যাদের মৃতের উত্তরাধিকার করা হতো না। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন– وان كانوا اخو ة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الانثيين، (আর যদি তারা (উত্তরাধিকারীগণ) পুরুষ-নারীতে মিশ্রিত কয়েকজন ভাই-বোন হয়, তাহলে একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান হিস্‌সা পাবে)।’[২৮] আর এ ধরণের বক্তব্যের বিরোধিতা করে হযরত যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেন– ‘এ ধরণের রায় জাহেলী জামানার লোকদের রায়ের অন্তর্ভুক্ত; তারা পুরুষদেরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করতো, নারীদেরকে নয়।’[২৯] সুতরাং এ বিষয় পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, আসাবা মতবাদ ভুলভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সাথে এর কোনো সত্যিকারের সম্পর্ক নেই।

৫.৩ আসাবা মা আ গাইরিহী বা অন্যের সাথে আসাবা

যে সমস্ত নারী নিজে আসাবা নয় কিন্তু অন্য নারী আত্মীয়ের সাথে থাকার কারণে আসাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করেন, তারা আসাবা মা আ গাইরিহী যেমন বোন। বোন নারী হওয়ার কারণে আসাবা নয়; কিন্তু কন্যাদের সাথে থাকলে কন্যা ঠিকই যাবিল ফুরুজ থাকেন, বোন হয়ে যান আসাবা। এ মতের অনুসারীগণ বোনদেরকে আসাবা বানিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি দেওয়ার পক্ষে মতামত দিয়ে থাকেন। তাদের মতের স্বপক্ষে তাঁরা দলিল উপস্থাপন করেন হাদীস দিয়ে। যেমন–

> হযরত আবু কায়েস রা. বলেন, আমি হুযাইল বিন শুরাহবীল রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যদি একজন মেয়ে, একজন ছেলের পক্ষের নাতিন ও একজন বোন থাকে, তাহলে কে কত হিস্সা করে পাবে? তখন তিনি বললেন, মেয়ে অর্ধাংশ পাবে আর বাকিটুকু পাবে বোন। তুমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ-এর কাছে গিয়ে দেখতে পার, তিনিও আমার অনুসরণ করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞাসা করলে এবং আবু মুসা রা.-এর মতামতের কথা জানালে তিনি বললেন, আমি সঠিক পথের দিশা না পেলে পথভ্রষ্ট হযে যেতাম। আমি এমন রায় দেব যে রকম রায় দিয়েছিলেন রসুল সা.। মেয়ে অর্ধাংশ পাবে, নাতিন পাবে এক ষষ্ঠাংশ যাতে করে দু'জনের হিস্সা মোট দু'তৃতীয়াংশ হয়। আর বাকিটুকু পাবে বোন। আমরা হযরত আবু মূসা আশআরী রা.-এর কাছে ফেরত গিয়ে তার কাছে ইবনু মাসউদ রা.-এর রায়ের কথা জানালে তিনি বললেন, এ পণ্ডিত যতদিন আছে, ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর না।[৩০]

তারা তাদের মতের সমর্থনে আরো একটি হাদীস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তা হলো, রাসূল সা. বলেছেন– اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، (তোমরা কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আসাবা বানাও)।'[৩১]

উপর্যুক্ত আলোচনায় বর্ণিত প্রথম হাদীসটি সরাসরি রাসূল সা. এর কোনো হাদীস নয়; বরং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর একটি রায় মাত্র। এখানে তিনি দাবী করেছেন যে, এ ধরণের একটি রায় রাসূল সা. দিয়েছেন। এ রায় আলকুরআনের উত্তরাধিকার আইন অবতীর্ণের আগে ছিলো, না পরে ছিলো তা তিনি বলেন নি। আবার আলকুরআনের বিধানের বিপরীতে এ রকম কোনো রায় তিনি দিতে পারেন না। কারণ كلاله *'কালালা'*-র[৩২] আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এ ধরণের আসাবা মতবাদ সৃষ্টি করে কন্যার উপস্থিতিতে বোনকে মৃতের হিস্সা প্রদান করার ধৃষ্টতা দেখানো উচিৎ নয়।[৩৩] অন্য দিকে সন্তানকে সম্পদশালী রেখে যাওয়ার নির্দেশের পাশাপাশি কন্যার উপস্থিতিতে ভাই-বোন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোনো হিস্সা পান না মর্মে একটি হাদীসও রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

> 'হযরত আমির বিন সা'দ বিন আবু ওকাছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি মক্কায় এমন অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে আমি মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। রসুল সা. আমাকে দেখতে আসলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসুল, আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আর একজন মাত্র কন্যা ছাড়া আমার অপর কেউ উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই; আমি কি দু'তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করতে পারি? তিনি বললেন: 'না', আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন: 'না', আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ, তিনি বললেন: এক তৃতীয়াংশই তো বেশি। তোমার সন্তানকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম তাদেরকে এমন অভাবগ্রস্থ রেখে যাওয়ার চেয়ে যে তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।'[৩৪]

হাদিসটির মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন অথবা ভ্রাতষ্পুত্রগণ কোনোভাবেই উত্তরাধিকার হতে পারেন না। কারণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের অধিক হক্বদার নিজের সন্তানেরা; ভাই-বোন নয়।

অন্যদিকে দ্বিতীয় যে হাদীসের উদ্ধৃতি ফারায়েজবিদগণ দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তা কোনো হাদীসই নয়। রাসূল সা. কখনো এমন কোনো কথা বলেন নি। যেমন ফাতোয়ায়ে শামীতে লেখক এ প্রসঙ্গে বলেন যে,

ইহা ফারায়েজবিদ কারো উক্তি; রাসূলের কোনো হাদীস নয়। তার বক্তব্য হলো– ‘ফারাইজবিদদের কারো নিজস্ব বক্তব্য اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، (ইজআলুল আখাওয়াত মাআ’ল বানাত আসাবাতান) বা কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আসাবা বানাও’ সিরাজী গ্রন্থাগার এ বাক্যাংশটিকে ‘হাদীস’ বলে উল্লেখ করেছেন। ‘সাকাবুল আনহার’ নামক কিতাবের লেখক বলেন– ‘এ বক্তব্যটি হাদীস বলে কোনো মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন তা আমি অবগত নই’।[৩৫] মিশরীয় লেখক ড. রফিক ইউনুস তার ‘ইলমুল ফারায়েজ ওয়াল মাওয়ারিছ’ নামক গ্রন্থে এ বক্তব্যটিকে কারো নিজস্ব বক্তব্য বলে উল্লেখ করে বলেছেন, اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة ليس دليلا شرعيا بل هو من كلام الفرضيين، (বা কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আসাবা বানাও) বাক্যাংশটি শরীয়াতের কোনো দলিল নয় বরং ইলমুল ফারায়েজের পারদর্শী কোনো পণ্ডিতের ব্যক্তিতগত উক্তি মাত্র’।[৩৬]

আলোচ্য দুইটি মত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা সারবস্তু যা পাই তা হলো–

ক. আসলে হযরত হুযাইল বিন শুরাহবীল রা. বর্ণিত হাদিসে মহানবী সা.-এর আমলের বিবরণ রয়েছে বটে; কিন্তু মৌখিক কোনো নির্দেশনা নেই। এটি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে।[৩৭]

খ. হযরত আমির বিন সা’দ বিন আবু ওকাছ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটির মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সন্তানকে অভাবী রেখে যাওয়ার চেয়ে স্বাবলম্বী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম। রাসূল সা. এর এ কথাই প্রমাণ করে মৃতের সম্পদের হকদার তার কন্যা থাকাবস্থায় তার ভাই-বোন হতে পারে না। এতে করে আলোচ্য হাদীসের চেতনা নষ্ট হয়ে যায়। মৃতের অসহায় অনাথ কন্যা সন্তান বরং ক্ষেত্র বিশেষে অভাবীই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ রাসূল সা. তাদের অভাবগ্রস্থ না রেখে যেতে বলেছেন।

গ. উপরোক্ত হাদীসে যখন হযরত সা’দ বিন আবী ওকাছ রা. এ মন্তব্য করেন, তখন তার ভাই-বোন, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং অন্যান্য পুরুষ আসাবাগণ জীবিত ছিলেন। কথিত আসাবাগণ কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী গণ্য হলে রাসুল সা. তখন নিশ্চয়ই বলতেন; ‘কেন তোমার তো ভাই-বোন, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং অন্যান্য পুরুষ আসাবাগণ রয়েছেন?’ কারণ রাসুল সা.-এর নিজ কুরাইশ গোত্রের এ লোকেরা তার পূর্ব পরিচিত ছিলেন। ‘আমির’ নামে তার এক ভাই ছিল।[৩৮] এ সাহাবী উমর রা.-এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[৩৯] হযরত সা’দ রা.-এর ‘আতেকা’ নাম্নী একজন বোন জীবিত ছিল বলে জানা যায়।[৪০] হযরত সা’দের আরেকজন ‘সাকিনা’ নামে বোন ছিল।[৪১] নাফে নামক তার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়।[৪২] হাশিম নামক তার অপর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়।[৪৩] অপর একটি বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. তার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তার জ্ঞাতি ভাই ছিলেন।[৪৪] এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. হযরত সা’দ বিন আবী ওক্কাছ রা.-এর জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। তার দাদার দাদা যিনি ছিলেন তার নাম ছিল যুহরা এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-এর দাদার দাদাও ছিলেন একই যুহরা। যদি আসাবাদের কোনো হিস্‌সা থাকতো, তাহলে এ আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকার পেতেন। তখন সা’দ বিন আবী ওক্কাছ রা. একথা বলতেন না যে, ‘আর একজন মাত্র কন্যা ছাড়া আমার অপর কেউ উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই’। আর তিনি বললেও রাসুল সা. নিজেই এর প্রতিবাদ করতেন। বাস্তবে কেউই একথাটি বলেন নি। উপরন্তু সিরাজীর উল্লিখিত ‘তোমরা মেয়েদের সাথে বোনদেরকে আসাবা বানাও'- বক্তব্যটি হাদিসের নামে একটি জালিয়াতি। মহানবি সা.

কখনোই এরকম কোনো কিছু বলেননি। এ কারণে কথিত এ হাদিসের বর্ণনাকারী সাহাবি ও সনদের কোনো বিবরণ কেউ জানে না।[৪৫]

ঘ. তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত ও জনপ্রিয় 'আসাবা' প্রথাকে উৎখাত করে আল্লাহ তায়ালা উত্তরাধিকারে নারীকে হিস্‌সা দিয়েছিলেন। সমস্তরের পুরুষ উত্তরাধিকারীর সাথে মিলিত হলে নারী 'আসাবা বিগায়রিহী' হবে, অন্যথায় আসাবা হতে পারবে না; আর কন্যার সাথে মিলিত হলে বোন 'আসাবা মা'আ গায়রিহী' হবে- এসব কথা একান্তই কিছু মনীষীর ব্যক্তিগত অনুমান- আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নয়, রাসুল সা. থেকে বর্ণিতও নয়। বরং আছাবা চেতনার বিরুদ্ধে রাসুল সা. কঠোর মন্তব্যে অভিশম্পাত করেছেন। যেমন- হাদীসে বর্ণিত আছে-

> عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله ﷺ ليس منا من دعى الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية،
>
> (হযরত যুবায়ের বিন মুতইম রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসুল সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আছবিয়্যাতের দিকে আহ্বান করে সে আমার উম্মাতের মধ্যে শামিল নয়। আর যে আছবিয়্যাতের কারণে যুদ্ধ করে সে আমার উম্মাতের মধ্যে শামিল নয় এবং যে আছবিয়্যাতের জন্য নিহত হয় সেও আমার উম্মাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়)।'[৪৬]

এ কারণে আসাবা শব্দ ও তার শ্রেণিবিন্যাসের সাথে কোনভাবেই একমত হওয়া উচিৎ নয়। প্রকৃতপক্ষে কিছু ভুল ব্যাখ্যা ও নকল হাদিসের ভিত্তিতে এ শ্রেণিবিন্যাসের তত্ত্ব গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

ঙ. কন্যাদেরকে মাওলা উত্তরাধিকারী মেনে নিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ দেওয়ার স্বপক্ষে মতামত না দিয়ে তাদেরকে নির্ধারিত হারে- একজনের জন্য অর্ধেক ও একাধিকের জন্য দুতৃতীয়াংশ হিসেবে- হিস্‌সা দিলে হিসেবে গরমিল দেখা দেয়। যাকে ইলমুল ফারাইজে 'আওল' বলা হয়।[47]

৬. ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের দৃষ্টিতে আসাবা মতবাদের পর্যালোচনা

প্রচলিত অর্থে আসাবা শব্দটি মানুষের স্বগোত্রীয় লোক বোঝায়; যারা ন্যায় অন্যায় বিচার বিবেচনা না করে পক্ষপাতিত্ব করে। 'আত্তাআস্‌সুব' হলো, দলিল প্রমাণ পাওয়ার পরেও পক্ষপাতিত্বের কারণে সত্যকে গ্রহণ না করা। এ শব্দ থেকে কর্তাবাচক শব্দ এসেছে,– 'আলআসাবিয়্যু' (العصبى), যার অর্থ হলো, الذى يعين قومه على الظلم و يغضب لعصبته و يحامى عنهم، (এমন ব্যক্তি যে গোত্রীয় অন্যায়ে সাহায্য করে, তাদের দল ভারি করার জন্য অযথাই রেগে যায় এবং তাদের নিরাপত্তা দান করে)। পক্ষান্তরে *আলআসাবিয়্যাত* হলো নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের গভীরতা ও তাদেরকে সাহায্যের চেষ্টা।'[৪৮] রাসূল সা. এর হাদীসেও আসাবাগিরী বলতে এ কথা বোঝানো হয়েছে। হযরত ওয়াসেলা বিন আছকা রা. বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. আসাবিয়্যাত কি? তিনি বললেন, অন্যায় করার ব্যাপারে তুমি তোমার গোত্রকে সাহায্য করলে তা আসাবিয়্যাত।'[৪৯] সুতারাং বলা যায় যে, কারো আসাবা বলতে তার গোত্রীয় অন্ধ সমর্থক জ্ঞাতিদের কে বোঝানো হয়। এ গোত্র প্রীতি জাহেলিয়াতের যুগে খুব প্রবল ছিলো। যুগের পর যুগ গোত্রীয় শত্রুতার কারণে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকতো।

আসাবার বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা যায়, আসাবা হলো জাহেলী যুগের শক্তিমত্তা, গোত্র প্রীতি, স্বজনপ্রীতি, যুদ্ধের উম্মত্ততা, নিজ লোকদের অন্যায়ে প্রশ্রয়দানকারী দুষ্কর্মকারী পুরুষ আত্মীয়। ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে সকল জঞ্জাল দূর করার উদ্দেশ্যে আসাবিয়াতের এ সকল ধারণার বিরোধিতা করা হয়েছে। এ কারণে মনে হয়, আসাবা শব্দটি পরিহার করে আল্লাহ তায়ালা আলকুরআনে 'মাওলা'

শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাসূল সা. ইসলামের প্রথম দিকে আসাবাদের উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ও সম্পদের উত্তরাধিকার শুধুমাত্র আসাবাদের প্রাপ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। হযরত উমর রা. বলেন, ‘রাসূল সা. কে আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন, সন্তান অথবা পিতা-মাতা যে সম্পদ সঞ্চয় করে যাবেন; তা আসাবাদের মধ্যে যারা থাকবেন, তারাই পাবেন।’[৫০]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আসাবা ছাড়া অন্য কেউ উত্তরাধিকারী হয়ে কোনো সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। ফারাইজের আইন নাযিল হওয়ার পূর্বে রীতি ও পদ্ধতি এমনই ছিলো। অচিরেই রাসূলের নির্দেশনা আসাবাদের বিপরীতে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। এ জন্য পরে তিনি আসাবাগিরীকে অনৈসলামিক ও অনৈতিক বলে ঘোষণা করেন। হযরত যুবায়ের বিন মুত্‌ইম রা. বলেন, ‘রাসূল সা. বলেছেন, যে আসাবিয়্যাতের দিকে আহবান করে, সে আমার উম্মাতের মধ্যে শামিল নয় এবং যে আসাবিয়্যাতের জন্য নিহত হয়; সেও আমার উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত নয়।’[৫১] সুতরাং আসাবা, আসাবিয়্যাত প্রভৃতি ইসলামপূর্ব সময়ের শব্দ। ইসলাম এর পরিবর্তন করেছে। গোত্রীয় পক্ষপাতের স্থলে ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ স্থান লাভ করেছে। আসাবা প্রবক্তাগণের সংজ্ঞা মোতাবেক কোনো নারী আসাবা হতে পারে না। পক্ষান্তরে নারীরা যদি সমস্তরের পুরুষের বদান্যতায় আসাবা হয়, তাহলে ফুফু ও ভাতিজিগণ চাচা ও ভাতিজার সাথে আসাবা হবে না কেন? যদি বলা হয় যে, তাদের জন্য মৃতের সম্পদের কোনো হিস্‌সা নির্ধারিত নেই এ কারণে তারা আসাবা হতে পারবে না, তাহলে বলা যায় যে, তাদের সমস্তরের পুরুষলোকদেরও হিস্‌সা নির্ধারিত নেই; এমনকি তারা অনির্ধারিত হিস্‌সা পাবেন বলেও কোথাও উল্লেখ নেই। সুতরাং তারা আসাবা হবে কোন যুক্তিতে? অন্যদিকে পুত্রের কন্যারও কোনো হিস্‌সা নির্ধারিত নেই, সুতরাং সেও আসাবা হবে কেন? আবার যে কন্যা নিজে নারী হওয়ার কারণে আসাবা নয়, সে কেমন করে অন্য নারীকে বিশেষ করে বোনকে আসাবা বানায়, অথচ নিজে আসাবা হতে পারে না? আসাবা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হলো, কোনো নারীর সন্তানগণ তাদের নিজ মাতার আসাবা উত্তরাধিকারী হওয়ার স্বীকৃতিটুকু পাবে না। কারণ নারীর আসাবা উত্তরাধিকারী হলেন তার পৈত্রিক নিবাসের পুরুষ আত্মীয়গণ। ইবনে রুশদ তার বিখ্যাত ‘বেদায়া ও নেহায়া’ গ্রন্থে বলেন–‘লি আন্না ইবনাল মারআতে লাইসা মিন আসাবাতিহা’ (কারণ কোনো নারীর পুত্র তার আসাবার অন্তর্ভুক্ত নয়)। এ জন্য দাসমুক্তির কারণে ‘মাওলাল আতাকা’ হওয়ার অধিকার কোনো নারীর পুত্র পায় না বরং তার পৈত্রিক নিবাসের পিতা, ভাই, চাচাতো ভাইগণ লাভ করে।’[৫২]

সুতরাং এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আসাবা সংক্রান্ত মতবাদের সম্পূর্ণটাই সাহাবাদের রচিত, পক্ষপাতদুষ্ট, কল্পণাপ্রসূত ও মনগড়া যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এটি একটি ইসলাম বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদ। এর সাথে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চেতনা সাংঘর্ষিক ফারাইজবিদগণের আসাবার প্রকারভেদ তথা–‘আসাবা বি নাফসিহী’, ‘আসাবা বি গাইরিহী’ ও ‘আসাবা মা আগাইরিহী’ সংক্রান্ত মতবাদ সঠিক নয়। যেমন বোন নিজেই স্বরির্ভর মাওলা। আরেকজনের বদান্যতায় তাকে মাওলা হতে হয় না। কন্যা নিজেও মাওলা। তাকে আরেকজনের কাঁধে ভর করে মাওলা হতে হয় না। আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, ان أمرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثاثان مما ترك، (যদি কোনো নিঃসন্তানলোক তার কোনো বোনেকে রেখে মারা যায়, তাহলে সেই বোন ঐ ব্যক্তি যা কিছু রেখে যাবে, তার অর্ধেক পাবে। ভাইও তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি বোনের কোনো সন্তান না থাকে)।’[৫৩] আলোচ্য আয়াতটি ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত; বিদায় হজ্বের কিছু দিন পূর্বে অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, কন্যা নিজে আসাবা হওয়ার কারণে তার উপস্থিতিতে মৃতের

ভাই-বোন হিস্সা পাবে না যেমনিভাবে পায় না পুত্র সন্তান হলে। আসাবা প্রবক্তাগণের আসাবা সংক্রান্ত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত নির্দেশনা এ আয়াতের ঘোষণাই প্রমাণ করে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আসাবা মতবাদের অনুসারীদের বক্তব্য হলো, যেহেতু কন্যাসন্তান একা সব সম্পদ পায় না, তাই ভাই কিংবা বোন কন্যা সন্তানের সাথে হিস্সা পাবে। আয়াতে সন্তান বলতে তাদের মতে 'পুত্র সন্তান' বোঝানো হয়েছে। অথচ আলকুরআনে 'ওয়ালাদ' (বা 'সন্তান') শব্দটি সর্বমোট ১৪ বার এসেছে। সকল স্থানে উল্লেখিত 'ওয়ালাদ' অর্থ সন্তান; শুধু সূরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াতে 'ওয়ালাদ' শব্দের অর্থ পুত্র কীভাবে হয়? এটি কন্যাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রাক ইসলামী যুগের জাহেলী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। বৈষম্যমূলক ও পক্ষপাতিত্বের মোড়ক থেকে যে নারী জাতিকে মুক্ত করে ইসলামী উত্তরাধিকার আইন মানবিক ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন এবং পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে হিস্যার হকদার করেছেন, যা জাহেলী যুগে ছিলো না; সে চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোত তৈরি করেছে এ *আসাবা* মতবাদ। যে মতবাদের কারনে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রকাশ ঘটে থাকে। যা ইসলামী শরীয়ায় সমর্থন যোগ্য নয় হিসেবে আজ বিবেচিত হচ্ছে। *আসাবা* মতবাদ ইলমুল ফারায়েজে সকল অযৌক্তিক ও বৈসাদৃশ্যমূলক বণ্টন পদ্ধতির জনকের ভূমিকা পালন করে। এটা ভুল মতবাদ। এ জন্য আমরা বলি 'ইসলামে আসাবিয়াত বলতে কিছু নেই।'[৫৪] বিষয়টি বহুল প্রচলিত আসাবা মতবাদ ও মাওলা-মাওয়ালীর সম্পদ প্রাপ্তির পার্থক্যের মাধ্যমে আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিম্নে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন প্রক্রিয়ায় ওয়ারিশদের মধ্যে আসাবা ও মাওলা-মাওয়ালী পরিভাষা ব্যবহারে সম্পত্তির হকদার হওয়ার প্রকৃতি সম্বলিত সম্পত্তি প্রাপ্তির ছক উপস্থাপিত হলো–

টেবিল ১.২: আসাবা বনাম মাওয়ালীর উত্তরাধিকার সম্পত্তির পার্থক্য

আসাবা ও মাওলা-মাওয়ালীর সম্পদ প্রাপ্তির পার্থক্য				
ক্রমিক	**নাম**	**প্রাপ্য অংশ**	**আসাবা**	**মাওলা ও মাওয়ালী**
১	পিতা, পিতামহ বা ঊর্ধ্বতন পুরুষ	সন্তান না থাকলে অবশিষ্ট সম্পদ	আসাবা হবেন।	মাওলা হবেন।
		পুত্র সন্তানের উপস্থিতিতে এক ষষ্ঠাংশ	আসাবা নন।	মাওলা নন।
		একজন কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে অবশিষ্ট সম্পদ তবে কমপক্ষে এক ষষ্ঠাংশ।	'যবীল ফুরূজ' ও আসাবা উভয়টি হবেন।	কন্যা সন্তান নিজে অর্ধেক মাওলা হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদের অর্ধেক লাভ করবে। পিতা 'যবীল ফুরূজ' বিবেচনায় এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবেন।
		একাধিক কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতেও অবশিষ্ট সম্পদ তবে কমপক্ষে এক ষষ্ঠাংশ।	'যবীল ফুরূজ' ও আসাবা উভয়টি হবেন।	একাধিক কন্যা সন্তান নিজেরা মাওলা ও মাওয়ালী হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করবে। পিতা 'যবীল ফুরূজ' বিবেচনায় এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবেন।
২	পুত্র	অবশিষ্ট অংশ	আসাবা হবে।	মাওলা হবে।
৩	একজন কন্যা	সম্পূর্ণের/ অবশিষ্টের অর্ধেক	আসাবা হবে না।	মাওলা হবে।
৪	একাধিক কন্যা	দু'তৃতীয়াংশ/ অবশিষ্টাংশ	আসাবা হবে না।	মাওলা ও মাওয়ালী হবে।
৫	ভাই, ভাইপো কিংবা আরো অধঃস্তন পুরুষ আত্মীয়	পুত্র ও পিতার অনুপস্থিতিতে কিন্তু কন্যা সন্তান থাকলেও অবশিষ্ট অংশ।	আসাবা হবে।	মাওলা হবে না এবং কোন সম্পদও পাবে না বরং কন্যা সন্তান নিজে মাওলা বলে বিবেচিত হবে এবং সকল সম্পদ লাভ করবে।
৬	চাচা, চাচাত ভাই কিংবা তাদের পুরুষ	পুত্র ও পিতার অনুপস্থিতিতে কিন্তু কন্যা সন্তান থাকলেও অবশিষ্ট	আসাবা হবে।	মাওলা হবে না এবং কোন সম্পদও পাবে না বরং কন্যা সন্তান নিজে মাওলা

	সন্তান	অংশ।		বলে বিবেচিত হবে এবং সকল সম্পদ লাভ করবে।
৭	ভাইপো, ভাইঝি কিংবা আরো অধঃস্তন আত্মীয়	সন্তানাদি ও পিতা-দাদার অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র পুরুষ আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী গণ্য হবেন। নারী আত্মীয়গণ কিছুই পাবেন না।	শুধুমাত্র পুরুষ আত্মীয়গণ আসাবা গণ্য হবেন।	শুধুমাত্র পুরুষগণ নন, নারী-পুরুষ উভয় ধরণের আত্মীয়গণ মাওলা গণ্য হবেন ও সম্পদ লাভ করবেন। এক্ষেত্রে ‘এক পুরুষ দু’নারীর সমান হিসসা পাবে’ নীতি কার্যকর হবে।
৮	চাচাত ভাইবোন কিংবা তাদের সন্তানাদী	সন্তানাদি ও পিতা-দাদার অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র পুরুষ আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী গণ্য হবেন। নারী আত্মীয়গণ কিছুই পাবেন না।	শুধুমাত্র পুরুষ আত্মীয়গণ আসাবা গণ্য হবেন।	শুধুমাত্র পুরুষগণ নন, নারী-পুরুষ উভয় ধরণের আত্মীয়গণ মাওলা গণ্য হবেন ও সম্পদ লাভ করবেন। এক্ষেত্রে ‘এক পুরুষ দু’নারীর সমান হিসসা পাবে’ নীতি কার্যকর হবে।
৯	খালাত ভাইবোন বা তাদের সন্তানাদী	কিছুই পাবেন না। তবে পুরুষ তান্ত্রীক আত্মীয়গণের অনুপস্থিতিতে ‘যবীল আরহাম’ বিবেচনায় সম্পদ পেতে পারেন।	আসাাবা হবেন না	নারী-পুরুষ উভয় ধরণের আত্মীয়গণ মাওলা গণ্য হবেন ও সম্পদ লাভ করবেন। এক্ষেত্রে ‘এক পুরুষ দু’নারীর সমান হিসসা পাবে’ নীতি কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে চাচাত ভাইবোন ও খালাত ভাইবোন সমমর্যাদার মাওলা গণ্য হবেন।
১০	মামাত ভাইবোন বা তাদের সন্তানাদী/ ফুফাত ভাইবোন বা তাদের সন্তানাদী	কিছুই পাবেন না। তবে পুরুষতান্ত্রিক আত্মীয়গণের অনুপস্থিতিতে ‘যবীল আরহাম’ বিবেচনায় সম্পদ পেতে পারেন।	আসাবা হবেন না	নারী-পুরুষ উভয় ধরণের আত্মীয়গণ মাওলা গণ্য হবেন ও সম্পদ লাভ করবেন। এক্ষেত্রে ‘এক পুরুষ দু’নারীর সমান হিসসা পাবে’ নীতি কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে মামাত ভাইবোন ও ফুফাত ভাইবোন, চাচাত ও খালাত ভাইবোনের সমমর্যাদার মাওলা গণ্য হবেন।

উপর্যুক্ত ছকে আমরা দেখতে পাই যে, *আসাবা* ও *মাওলা-মাওয়ালী* পরিভাষা গ্রহণের মাধ্যমে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের বণ্টন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় একজন কন্যা এবং একাধিক কন্যার ক্ষেত্রে। প্রচলিত আসাবা মতবাদের আলোকে এখানে কন্যা বা কন্যাগন আসাবা হবে না; সম্পদের ও হিস্সাদার হবে না। মাওলা-মাওয়ালী চেতনা গ্রহনের ফলে তারা সম্পত্তির হিস্সাদার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মৃতের ভাই,বা অধঃস্তন পুরুষ আত্মীয়ের মতো চাচা, চাচাতো ভাই কিংবা তাদের পুরুষ সন্তান আসাবা হলেও মাওলা- কিংবা মাওয়ালী হন না। পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাসাও পন না; পুত্র বা পিতার অনুপস্থিতিতে।

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালা যখন সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার আইন অবতীর্ণ করেন তখন আরবের জাহেলী সমাজের পুরুষতান্ত্রিক চেতনা বিদ্যমান ছিলো। আরবের জাহেলী রীতি-নীতি মোতাবেক নারী ও শিশু তাদের পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত হতেন না। তৎকালিন জাহেলী সমাজ তাদের সে অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি। প্রাপ্ত বয়ষ্ক পুরুষ সন্তান, ভাই, ভাতিজা, চাচা প্রভৃতি পুরুষ আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী বিবেচিত হতেন। সমাজে গোষ্ঠীপ্রথা ও পুরুষ কেন্দ্রিক উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা ‘আসাবিয়্যাত’ বা ‘আসাবা’ প্রথা নামে পরিচিত ছিলো। সমাজে প্রচলিত এ রীতিনীতির পক্ষে প্রবল জনমতও সক্রিয় ছিলো। এ *আসাবা* পরিভাষা ব্যবহার করে এবং রাসূল সা. এর

ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু হাদীসের ভিত্তিতে নারীদের; বিশেষ করে কন্যাদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়। যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের মূলচিন্তা চেতনার কিছু ক্ষেত্রে বিরোধী। কারণ ইসলামী উত্তরাধিকারের আইন সংক্রান্ত সর্বশেষ *কালালার* আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই *আসাবা* মতবাদ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের লংঘন।

৭. পরামর্শ ও উপসংহার

আল্লাহ তায়ালা যখন উত্তরাধিকার আইন অবতীর্ণ করেন তখন আরবে জাহেলী সমাজের পুরুষতান্ত্রিক চেতনা বিদ্যমান ছিলো। আরবের জাহেলী রীতি-নীতি মোতাবেক নারী ও শিশু তাদের পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত হতো না। তৎকালিন জাহেলী সমাজ তাদের সে অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সন্তান, ভাই, ভাতিজা, চাচা প্রভৃতি পুরুষ আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী বিবেচিত হতেন। সমাজে গোষ্ঠীপ্রথা ও পুরুষ কেন্দ্রীক উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা 'আসাবিয়্যাত' বা 'আসাবা' প্রথা নামে পরিচিত ছিলো। সমাজে প্রচলিত এ রীতিনীতির পক্ষে প্রবল জনমতও সক্রিয় ছিলো। 'আসাবা' কথাটি ব্যবহার করে এবং রাসূল সা. এর ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু হাদীসের ভিত্তিতে নারীদের বিশেষ করে কন্যাদের, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ইসলামী উত্তরাধিকারের আইন সংক্রান্ত সর্বশেষ 'কালালার' আয়াত অবতীর্ণ হবার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই আসাবা মতবাদ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের লংঘন। এ জন্য ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের আলোকে বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যমান মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার করা প্রয়োজন। যেখানে পুত্রের মতো কন্যা সন্তানকেও *ওয়ালাদ* বা সন্তান বিবেচনা করা হবে। যে আইন প্রণয়ন নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরিকরণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের প্রাপ্য অধিকার সুনিশ্চিত হতে পারে।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

[১] হিস্সা অর্থ ভাগ, অংশ।

[২] وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
আলকুরআন, ৪:৩৩।

[৩] ফতোয়া (ফাত্ওয়া) ইসলামি আইনবিধান (ফিকাহ) সম্পর্কে কোনো আইন-বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত অভিমত বা ব্যাখ্যা। ফাতওয়া একটি বিশুদ্ধ আরবি শব্দ। কতেক অভিধান রচয়িতার মতে এটি আল-ফুতুয়া শব্দ হতে গৃহীত যার অর্থ হলো অনুগ্রহ, বদান্যতা, মনুষ্যত্ব, শক্তি প্রদর্শন। এই অভিমত প্রদানের এরূপ নামকরণ হয়েছে যেহেতু ফতোয়াদাতা মুফতি নিজের বদান্যতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা কোনো দ্বীনি বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধানকল্পে 'ফাতওয়া' প্রদান করে থাকেন। বাংলা পিডিয়া।
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE, Accessed date January 28, 2021.

[৪] যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفى ضلال مبين، 'যখন তারা বলল, ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় অথচ আমরা কয়েকজন শক্তিশালী লোক। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন।' (আলকুরআন, ১২:৮)। আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন, قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، 'তারা বলল, আমাদের মত একদল শক্তিশালী লোক থাকা সত্ত্বেও তাকে যদি নেকড়ে খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো।' (আলকুরআন, ১২:১৪)। অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা

আরও বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা অপবাদ ছড়িয়েছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত একটি দল। উহাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না; বরং তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর।’ (আলকুরআন, ২৪:১১)।

[৫] আল আবু লাবিছ মালুফ আলইউসুয়ী, *আলমুনজিদ*, (বয়রুত: দারুল মাশরিক, ১৯৩১), পৃ. ৫৩১।

[৬] وهم كل ذكر يدلى بنفسه او بذكر أخر، মুয়াফফাকুদ্দিন আবু মুহাম্মদ, *আল উমদাহ*, বাবুল আসাবাত, ভলিউম-১, (বয়রুত: আলমাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৯৮১) পৃ. ৩১৩।

[৭] العصبة كل ذكر ليس بينه و بين الميت انثى আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে আলী ইবনে সীরাজী, *আলমুহাযযাব*, ভ–২, (বায়রুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৬১), পৃ. ২৯।

[৮] العصبة هوالوارث بغير تقدير واذا كان معه ذو فرض اخذ ما فضل عنه قل او كثر وان انفرد اخذ الكل وان استغرقت الفروض المال سقط ، – আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা, *আলমুগনী*, ভ-৭, (মিসর: দারুল কিতাবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৮৯), পৃ. ৭।

[৯] والوارث بالتعصيب ان انفرد أخذ جميع المال وان كان مع ذوى فرض، اخذ ما فضل عنهم، –শারহু মাইয়্যারা, ভ-৪, পৃ. ১২৫।

[১০] শরিয়ত শব্দটি আরবি। এর মূলধাতু শারউন। আভিধানিক অর্থ আইন, বিধান, পন্থা, পদ্ধতি ইত্যাদি। পরিভাষায় শরিয়ত বলা হয় এমন এক সুদৃঢ় ঋজু পথকে, যে পথে চললে লোকেরা হেদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপন্থা লাভ করতে পারে। ইসলামী আইনবিদদের মতে, শরিয়ত বলতে বোঝায় সেসব আদেশ-নিষেধ ও পথনিদের্শ, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি জারি করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনে ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/06/11/921525, Accessed date January 27,2021.

[১১] عن زيد بن ثابت انه قال فيها هذا من قضاء اهل الجاهلية يرث الرجال دون النساء، আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি শাইবা, *আলমুসান্নাফু লি ইবনি আবি শাইবা*-৩১৭২৭, (বয়রুত: মাকতাবাতুশ শারয়িয়্যাহ, ১৯৮৬), পৃ. ৬০৫; রাজলুন মাতা ওতারাকা উখতাইহি; দারিমী-২৮৯২, বাবুল ইখওয়াতি ওয়াল আখাওয়াতি ওয়াল ওয়ালাদ; আলইসতিযকার, পৃ. ৩৩৬, ভ-৫; আলমুহাল্লী, পৃ. ২৭০,ভ-৯।

[১২] ‘মাওলা’ শব্দটি আলকুরানে নয় বার এসেছে। এ বিষয়ে আলকুরআনের আয়াতগুলো হলো: ৩:১৫০; ৬:৬২; ৮:৪০; ১০:৩০; ২২:৭৮; ৪৪:৪১; ৪৭:১১; ৫৭:১৫; ৬৬:২। ‘মাওয়ালী’ শব্দটি দুবার এসেছে; আয়াতসমূহ হলো: ৪:৩২-৩৩; ১৯:৫-৬।

[১৩] ذالك بان الله مولى الذين امنوا و ان الكافرين لا مولى لهم، -(আলকুরআন ৪৭:১১)।

[১৪] و جاهدوا فى الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين، من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكون شهداء على الناس، فاقيموا الصلوة و اتو الزكوة واعتصموا بالله، هو مولاكم فنعم المولى و نعم النصير، (আলকুরআন, ২২:৭৮)।

[১৫] وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا، يرثنى و يرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا، -(আলকুরআন, ১৯:৫-৬)।

[১৬] ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وسئلوا الله من فضله، ان الله بكل شيئ عليما، و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان و الاقربون والذين عقدت ايمانكم فأتواهم نصيبهم، ان الله كان على كل شيئ شهيدا، -(আলকুরআন, ৪:৩২-৩৩)।

[১৭] قوله تعالى ولكل جعلنا موالى اى: ولكل واحد من الرجال و النساء جعلنا موالى اى عصبة يعطون مما ترك الوالدان والاقربون، -তাফসীরে বাগাবী, পৃ. ২০৫, ভ-২।

[১৮] فتاويل الكلام ولكلكم ايها الناس جعلنا عصبة يرثون به مما ترك والدة و اقربائه من ميراثهم، আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আল তাবারি, *জামিউল বয়ান আন তাবিলি আয়লি কুরআন (আরবি: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)*, *(সংক্ষেপে) তাফসীর আল-তাবারি*, (বয়রুত: মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭), পৃ. ২৭২, ভ- ৮।

[১৯] عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات و ترك مالا فماله لموالى العصبة و من ترك كلا او ضياعا فانا وليه فلادعى له، -মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন

মুগীরাহ বিন বারদিযবাহ, *সহিহ আল-বুখারি*, *(সংক্ষেপে) বুখারী শরীফ (এর আসল ও পুরো নাম, الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه و سلم وسننه وأيامه)*, হাদীস নং-৬৩৬৪ (ঢাকা: তাওহিদ পাবলিকেশন্স, ২০১৯), বাবু ইবনায় আম্মিন আহাদুহুমা; বায়হাকী কুবরা, ১২১৫০, বাবুল আসাবা।

[২০] সিরাজুদ্দীন মোঃ ইবনে আব্দুর রশিদ আলহানাফী, *সিরাজী ফিল মিরাস* (লক্ষ্মৌ: কানপুর প্রেস, ১৯৭৮), পৃ. ৪২।

[২১] عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر، মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, বুখারী শরীফ, ৬৩৫১, (ঢাকা: তাওহিদ পাবলিকেশন্স, ২০১৯),বাবু মিরাসীল ওয়ালাদ মিন আবিহী; মুসলিম, ৪২২৬, বাবু আলহিকুল ফারাইজা বি আহলিহা; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আস-সুলামি আদ-দারির আল-বুগি আত-তিরমিজি (ইমাম তিরমিজি বলে পরিচিত), সুনান আত-তিরমিজী বা জামি আত তিরমিজী, (সংক্ষেপে) তিরমিযী, হাদীস নং-২০৯৮, (ঢাকা: তাওহিদ পাবলিকেশন্স, ২০১৯),বাবুন ফী মীরাসিল আসাবা।

[২২] যাইনুদ্দীন ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মোহাম্মদ, (বিখ্যাত ইবনে নাজিম হিসেবে), *আল বাহরুর রায়ীক*, ভ. ৮, (বায়রুত: দারুল কিতাবিল ইসলামী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৬৭, ।

[২৩] الله الذى رفع السموت بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر ، كل يجري لاجل مسمى، يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، (আলকুরআন, ১৩:২)।

[২৪] খবরে ওয়াহেদ বা খবরে আহাদ: হাদীস গরীব আজিজ এবং খবরে মাশহুর এ তিন প্রকারের হাদীদকে একত্রে খবরে আহাদ বলে, প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে খবরে ওয়াহিদ বলে। আযীয হাদীস: যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত: দুজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন, তাকে আযীয হাদীস বলে। গরীব হাদীস: যে হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন। তাকে গরীব হাদীস বলে।

[২৫] মুজতারাব: যদি কোন রাবী হাদীস বর্ণনার সময় সনদ ওলট পালট করে ফেলেন যেমন আবু হুরায়রার স্থানে আবু যুবাইর বললেন, এক স্থানের শব্দ অন্য স্থানে লাগালেন অথবা একজনের নিকট একটি হাদীস একরকম বর্ণনা করে অন্য লোকের নিকট ঐ হাদীসই আবার আরেক রকম বর্ণনা করলেন এই ধরনের হাদীসকে 'মুজতারাব' বলে। এটা গ্রহণযোগ্য হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সঠিকতা প্রমাণিত হয়।

[২৬] আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি শাইবা ইব্রাহীম, আলমুসনাদ লি ইবনে আবি শাইবা-৩১৭৪৩, ফী রাজুলিন তারাকা ইবনাতাইহি ও বনী ইবনিহি, (রিয়াদ: দারুল ওয়াতান, ২০০৭), পৃ. ৮০৯।

[২৭] عن ابراهيم : في رجل ترك ابنتيه وبنى ابنه رجالا و نساء، فلابنتيه الثلثان، وما بقى فلى الذكور دون الناث، وكان عبدالله لا يزيد الاخوات والبنات على الثلثين، وكان على وزيد يشركون فيما بينهم، فما بقى {فلى الذكر مثل حظ الانثيين}، আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা, *আলমুগনী*, ভ-৭, (মিসর: দারুল কিতাবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৮৯), পৃ. ১৬, ভ-৭; সিরাজুদ্দীন মোঃ ইবনে আব্দুর রশিদ আলহানাফী, *সিরাজী ফিল মিরাস* (লক্ষ্মৌ: কানপুর প্রেস, ১৯৭৮), পৃ. ৪৬।

[২৮] يستفتونك، قل الله يفتيكم فى الكلا ل، ان أمرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثاثان مما ترك، وان كانوا اخو ة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم ان تضلوا، والله بكل شيئ عليم، আলকুরআন ৪:১৭৬।

[২৯] عن زيد بن ثابت انه قال فيها هذا من قضاء اهل الجاهلية يرث الرجال دون الساء، ইবনু আবি শাইবা,৩১৭২৭, রাজুলুন মাতা তারাকা উখতাইহি; দারিমী,-২৮৯২, বাবুল ইখওয়াতি ওয়াল আখাওয়াতি ওয়াল ওয়ালাদ, আল ইসতেযকার, পৃ. ৩৩৬, ভ-৫; আল মুহাল্লী, পৃ-২৭০, ভ-৯।

[৩০] عن ابي قيس قال سمعت هذ يل بن شر حبيل قال سئل ابو موسى عن ابنة و ابنة ابن و اخت فقال لابنة النصف ولاخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعونى فسئل ابن مسعود و اخبر بقول ابى موسى فقال لقد ضللت اذن و ما انا من المهتد ين اقضى فيها بما قضى النبى ﷺ لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسالونى ما دام هذاالحبر فيكم، বুখারি-৬৩৫৫, কিতাবুল ফারাইজ বাবু মীরাছী ইবনাতি ইবনিন মাআ ইবনাতিন; তিরমিযি-২০৯৩ কিতাবুল ফারাইজ, বাবু মীরছী ইবনাতিল ইবনি মাআ ইবনাতিছ ছুলব; আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আল-আশআস আল-আজদি আস-সিজিস্তানি, সুনানে আবু দাউদ (সংক্ষেপে) আবু দাউদ, হাদীস নং- ২৮৯২, বাবু মা জাআ ফী মীরাছিছ ছুলব; ইবনু মাজাহ-২৭২১, কিতাবুল ফারাইজ (ঢাকা: তাওহিদ পাবলিকেশন্স,

২০১৯), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলহাকেম নিসাপুরী, *আল-মস্তাদরাক আলা আল-সহীহাইন (সংক্ষেপে)আল মুসতাদরাক*, হাদীস নং- ৭৯৫৮, কিতাবুল ফারাইজ; মুসনাদু আহমাদ- ৩৬৯১, ভ-৬, (বয়রুত: দারুল কিতাবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯)পৃ. ২১৮।

[৩১] সিরাজুদ্দীন মোঃ ইবনে আব্দুর রশিদ আলহানাফী, *সিরাজী ফিল মিরাস* (লক্ষ্মৌ: কানপুর প্রেস, ১৯৭৮), পৃ. ৩১।

[৩২] কালালা অর্থ নিঃসন্তান। কোন নিঃসন্তান ব্যক্তি মারা গেলে মৃতের মীরাসী সম্পত্তি থেকে মৃতের ভাই বোন সম্পত্তি পায় কিন্তু মৃতের শুধু কন্যা সন্তান থাকা অবস্থায় মৃতের ভাই-বোন সম্পত্তি পাওয়া কোনক্রমেই বৈধ নয়। কারণ কন্যা থাকাবস্থায় মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান নয়। পুত্রের মতো কন্যাও সন্তান হিসেবে বিবেচিত।

[৩৩] يستفتونك، قل الله يفتيكم فى الكلا لة ، ان أمرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثاثان مما ترك، وان كانوا اخو ة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم ان تضلوا، والله بكل شيئ عليم، 'যদি কোনো নিঃসন্তানলোক তার কোনো বোনেকে রেখে মারা যায়, তাহলে সেই বোন ঐ ব্যক্তি যা কিছু রেখে যাবে, তার অর্ধেক পাবে। ভাইও তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি বোনের কোনো সন্তান না থাকে। আলকুরআন, ৪:১৭৬।

[৩৪] عن عامر بن سعد بن وقاص عن ابيه قال مرضت بمكة مرضأ اشفيت منه على الموت فا تانى النبى ﷺ يعود نى فقلت يا رسول الله ان لى مالا كثيرا ليس يرسنى الا ابنتى افا تصدق بثلثي مالى فقال لا قلت فالشرط قال لا قلت فالثلث قال الثلث كثير ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس، বুখারি- ৬৩৫২, বাবু মীরালি বানাত; মুসরিম- ৪২৯৬, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; আবু দাউদ- ২৮৬৬, বাবু মা জাআ ফী মালা ইয়াজুযু; ইবনু মাজাহ-২৭০৮, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; তিরমিযি- ২১১৬, আল ওয়াছিয়্যাতু বিছ ছুলুছ; আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসাই, *সুনানে নাসায়ি (সংক্ষেপে) নাসায়ি শরীফ*, হাদীস নং- ৩৬৩২, ভ-৬ (ঢাকা: তাওহিদ পাবলিকেশন্স, ২০১৯),পৃ. ৫৫৩; ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল আবু আবদুল্লাহ আল-শাইবানী, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নং- ১৪৪০, পৃ. ৫০, ভ-৩; ইমাম মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবি আমির আল-আসবাহি, *মুয়াত্তা মালিক*, হাদীস নং- ২৮২৪, আল ওয়াছিয়্যাতু ফিছ ছুলুছ (বয়রুত: দারুল ইসলাম, ১৯৮৭), পৃ. ৭৫২।

[৩৫] তার মানে তিনি খুজে পাননি। রাদ্দুর মুহতার, ফাসলুন ফিল আসাবাত, পৃ. ৪১২, ভ-২৯; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, পৃ. ৭৭৬, ভ, ৬; রাদ্দুল মুহতার, ফাসলুন ফিল আসাবাত, পৃ.৪১২, ভ-২৯।

[৩৬] ইলমুল ফারায়েজ ওয়াল মাওয়ারিছ, পৃ. ৪৩।

[৩৭] يستفتونك، قل الله يفتيكم فى اكلالة، ان أمرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثاثان مما ترك، وان كانوا اخو ة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم ان تضلوا، والله بكل شيئ عليم، 'যদি কোনো নিঃসন্তানলোক তার কোনো বোনেকে রেখে মারা যায়, তাহলে সেই বোন ঐ ব্যক্তি যা কিছু রেখে যাবে, তার অর্ধেক পাবে। ভাইও তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি বোনের কোনো সন্তান না থাকে। আলকুরআন ৪:১৭৬।

[৩৮] যেমন: বর্ণিত আছে- وهو عامر بن ابى وقاص واسم أبى وقاص مالك اسلم بعد عشرة رجال وهو من مهاجرة الحبشة ولم يهاجر اليها اخوه سعد، 'তিনি হলেন আমির বিন আবী ওকাছ রা.। আর আবু ওকাছের নাম ছিল মালিক। তিনি দশজন পুরুষলোক ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি কিন্তু তার ভাই হযরত সা'দ ওখানে হিজরত করেন নি।' *উসদুল গাবাহ*, ভ-১, পৃ. ৫৬৫।

[৩৯] যেমন: উল্লেখ আছে- ولا البلاذرى هاجر عامر الهجرة الثانية الى الحبشية وقدم مع جعفر ومات بالشام فى خلافة عمر، আর আল্লামা বালাজুরী রা. বলেন: 'আমির দ্বিতীয় দলের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং জা'ফর রা.-এর সাথে (মদিনায়) প্রত্যাবর্তন করেন। আর উমর রা.-এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন। *আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা*, পৃ. ৫৯৮, ভ-৩।

[৪০] যেমন: বর্ণিত আছে- حدثنى عاتكة بنت ابى وقاص اخت سعد قالت جئت رسول الله ﷺ لما دخل مكة فى ثمان نسوة ومعى ابناى فقلت هذان ابنا عمك وابنا خالتك فاخذ احدهما عمروبن عتبة بن نوفل و كان اصغرهما فوضعه فى حجره، সা'দ রা.-এর বোন আতেকা বিনতু আবী ওকাছ বা. হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রসুল

সা. মক্কায় প্রবেশের পরে আমি আটজন নারীর সঙ্গে তার কাছে আমার দুজন পুত্রকে নিয়ে এসে বললাম, এ দুজন আপনার চাচার দুপুত্র আর আপনার দুখালাত ভাই। তখন তিনি তাদের একজন আমর বিন উতবা বিন নাওফালকে ধরে তার কোলে বসালেন। আর সে ছিল দুজনের মধ্যে কনিষ্ঠ।’ *আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা*, পৃ. ৬৮, ভ-৫।

[৪১] বর্ণিত আছে- عن ام الحكم سكينة بنت ابي وقاص رضى الله عنها قالت: ان رسولالله ﷺ ذكر الجهاد، فقالت: يا رسول الله، فما جهادنا؟ فقال رسول الله ﷺ جهادكن الحج، আবু ওকাছের কন্যা উম্মুল হিকাম সাকীনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. জিহাদের আলোচনা করলে তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সা., আমাদের জিহাদ কোনটি? তখন রাসূল সা. বললেন, ‘তোমাদের জিহাদ হলো হজ্ব করা।’ আখবারু মাক্বা লিল ফাকেহী- ৭৫৫, পৃ. ৩৪৫; মা’রেফাতুস সাহাবা- ৭০৬৬, পৃ. ২৭০, ভ. ২৩; আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ চাহাবা-১১২৯৮, পৃ. ৭০২, ভ-৭; উসুদুল গাবা, পৃ. ১৩৬৫, ভ-১।

[৪২] যেমন: বর্ণিত আছে- نافع بن عتبة بن ابى وقاص الزهري وهو ابن اخى سعد بن ابى وقاص وهو اخو هاشم المر قال له صحبة وابوه عتبة هوالذى كسر رباعية النبى ﷺ يوم احد ومات عتبة كافرا قبل فتح مكة واوصى الى اخيه سعد ثم اسلم نافع يوم فتح مكة، যুহরী উপগোত্রের নাফে বিন উতবা বিন আবী ওকাছ রা.। তিনি সা’দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। তিনি হাশিম আল মিরকালের ভাই ছিলেন। তিনি রসুল সা.-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে রসুল সা.-এর সামনের চার দাত ভাঙ্গার অপকর্মকারী উতবা ছিল তার পিতা। আর উতবা মক্কা বিজয়ের পূর্বে তার ভাই সা’দ রা.-এর নিকট ওছিয়াত করে মৃত্যু বরণ করে। অতঃপর এই নাফে’ রা. মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।’ *উসদুল গাবাহ*, পৃ. ১০৫৮, ভ-১।

[৪৩] যেমন: বর্ণিত আছে, حدثنا محمد بن عمر قال: واما هاشم الاعور فانه ابن عتبة بن ابى وقاص: اسلم يوم فتح مكة وكان اعور ففقئت عينه يوم اليرموك وهو ابن اخى سعد بن ابى وقاص شهد صفين مع على بن ابى طالب رضى الله عنه و كان يومئذ على الرجالة، ‘মুহাম্মাদ বিন উমর রা. বলেন: এক চোখ অন্ধ হাশিম ছিলেন উতবা বিন আবী ওকাছ এর পুত্র। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক চোখ কানা; ইয়ারমূকের যুদ্ধে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি ছিলেন সা’দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ভ্রাতষ্পুত্র। তিনি আলী বিন আবী তালিব রা.-এর সাথে ছিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। সেদিন তিনি পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন।’ আল মুসতাদাকু আলাছ ছাহীহাইন হা., নম্বর ৫৬৯৩, পৃ. ৪৪৭, ভ-৩।

[৪৪] যেমন: বর্ণিত হয়েছে- عن عروة فيمن شهد بدرا مع رسول الله ﷺ من بنى زهرة بن كلاب بن مرة: عبدالرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة وسعد بن ابي وقاص بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، হযরত উরওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: ‘বনী যুহরা বিন কেলাব বিন মুররা’- গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যারা রসুল সা.-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন- আব্দুর রহমান বিন আওফ বিন আব্দে আওফ বিন হারিছ বিন যুহরা রা. এবং সা’দ বিন আবী ওকাছ বিন ওহাব বিন আব্দে মনাফ বিন যুহরা রা.। বায়হাকী কুবরা- ১৩৪৭০, বাবু ই’তায়িল ফাইয়ি আলাদ দিওয়ান।

[৪৫] রাদ্দুল মুহ্তার, *ফাছলুন ফিল আছাবাত*, পৃ. ৪১২, ভ-২৯: হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন, ভ-৬, পৃ. ৭৭৬।

[৪৬] আবু দাউদ- ৫১২৩, বাবুন ফিল আছাবিয়্যাহ: বাগাবী- শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৩৪০, ভ-৬।

[৪৭] যে আওলের কারণে কুরআনের ফারাইজ সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা লজ্ঘনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর মতবাদের আলোকে কন্যাদেরকে অনির্ধারিত অবশিষ্টাংভোগী মাওলা গণ্য করে হিস্সা দিলে হিসেবে কোনো গড়মিল হবে না।

[৪৮] আল আবু লাবিছ মালুফ আলইউসুয়ী, *আলমুনজিদ*, (বয়রুত: দারুল মাশরিক, ১৯৩১), পৃ. ৫৩১।

[৪৯] عن واثلة بن الاسقع قال قلت يا رسول الله صلى الله علي و سلم ما العصبية قال ان تعين قومك على الظلم، আবুদাউদ- ৫১২১; বাবুন ফিল আসাবিয়্যাহ; বায়হাকী কুবরা- ২০৮৬৫, বাবু শাহাদাতি আহলিল আসাবিয়্যাহ; আল মুজামুল কাবির, তাবারাণী-১৯৭, মিন ইসমিহী ওয়াছেলা।

[৫০] عن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان، আবুদাউদ-২৯১৯, বাবুন ফিল ওয়ালা; ইবনু মাজাহ-২৯৩২, বাবুন ফি মীরাসিল ওয়ালা; মুসনাদে আহমাদ-১৮৩, পৃ. ৩১৪, ভ-১; মুসান্নাফু ইবনে আবী শাইবা-৩২১৭১, ফী ইমরাআতিন আ'তাকাত মামলুকান।

[৫১] عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله ﷺ ليس منا من دعى الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية، আবু দাউদ-৫১২৩; বাবুন ফিল আসাবিয়্যাত; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৩৪০, ভ-৬।

[৫২] لان ابن المراة ليس من عصبتها، আল বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নেহায়াতুল মুকতাসিদ, পৃ. ৩৬৫, ভ-২।

[৫৩] يستفتونك، قل الله يفتيكم فى اكلالة، ان أمرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثاثان مما ترك، وان كانوا اخو ة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم ان تضلوا، والله بكل شيئ عليم، আলকুরআন ৪:১৭৬।

[৫৪] সৈয়দ জিল্লুর রহমান, *ইলমুল ফারাইজ*, (সিলেট: দারুল আনওয়ার প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ১৩৮।